ভূমিকা

বাংলা নাট্যচর্চায় মনীষাদৃপ্ত সৃজনশীল নাট্য-ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য পথিকৃৎ হলেন উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩)। আধুনিক বাংলা নাট্যধারায় তিনি একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট নাম। চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত হলেও, তাঁর সৃষ্টিকর্মের উর্বরতমভূমি মঞ্চনাটক। রাজনীতি ও নন্দনতত্ত্বের সঠিক সংমিশ্রণে তিনি তৈরি করেছিলেন এক অনন্য নাট্যশিল্প। বাংলা এবং ভারতীয় নাট্য প্রাঙ্গণে তিনি এক দুঃসাহসী ও ব্যতিক্রমী চরিত্র। রাজনীতি ও শিল্পের অভিন্ন সম্পর্কের ভাবনায় নাটকের যে কাঠামো তিনি নির্মাণ করেছেন, তা ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনার দলিল। আধুনিক বাংলা নাটকের বিষয় ও রূপরীতিতে উৎপল দত্তের রয়েছে অটুট স্বতন্ত্রতা। বিষয় ভাবনায় তিনি বরাবরই ছিলেন আধুনিক চিন্তার শরিক ও আঙ্গিকগত প্রয়োগে তিনি সঠিক পরম্পরা ও আধুনিক রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। নাটক নিয়ে রাজনীতির কথা বলার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে উৎপল দত্তের গুরুত্ব অপরিসীম। স্কুলে পড়াকালীন নাট্যাভিনয়ে যুক্ত হয়ে ও নাটকের প্রতি বিশেষ আকর্ষিত হয়ে বাকি জীবন নাট্যাভিনয়, নাট্যরচনা ও নাট্যপরিচালনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। মঞ্চ নাটকের উন্নতি সাধনের ব্রত নিয়ে সমস্ত জীবনটা অতিবাহিত করেছেন তপস্বীর মগ্নতা নিয়ে। লিখেছেন শতাধিক নাটক, এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক যেমন আছে, তেমনি আছে পথনাটক, একাঙ্ক নাটক, যাত্রাপালা তার সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশি ভাষার নাটকের বাংলায় অনুবাদ ও রূপান্তর। যে ধরনের নাটকই হোক না কেন তাঁর নাটকের মূল সুর একটি তারেই বাঁধা ছিল, সেই সুর ছিল সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই ও সংগ্রাম। তিনি শ্রমিক আন্দোলনকে সরাসরি পেশাদার নাট্যশালায় আনয়নের প্রচেষ্টা করলেন। শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন ও তাদের সংগ্রাম যা এতদিন পেশাদার নাট্যশালায় অচ্ছুত ছিল, সেই পেশাদার নাট্যশালায় তিনি শ্রমিক শ্রেণিকে ও তাদের সংগ্রাম ও আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করলেন। নাটকে সংগ্রামের কথা তুলে ধরার সাধানায় সমস্ত জীবন মগ্ন ছিলেন নিবিষ্ট তপস্বীর ন্যায়। সমকালীন প্রগতির ফিসফিস ধরনের নাটক তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি, তাই তিনি চাইলেন নাটকে সমাজ বিপ্লবের রণহুংকার।

উৎপল দত্ত মনে করতেন বাংলায় রাজনৈতিক নাটকের ঐতিহ্য সুদীর্ঘকালের, কিন্তু এই রাজনৈতিক নাটক বিপ্লবী থিয়েটারের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। তাই অর্ধশতাব্দীব্যাপী সুনিবিড়

নাট্যচর্চার মাধ্যমে উৎপল দত্ত বাংলা নাটককে বিপ্লবী থিয়েটারের অভিযাত্রায় বেগবান রাখার অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিলেন। সেই সঙ্গে বিশ্ব নাট্যতথ্য বিশেষ করে শেকসপিয়র নির্ধারিত ইউরোপীয় নাট্যভাবনা ও তার প্রয়োগ কলাকে তিনি সাধ্যাতীত পরিশ্রমে আয়ত্ত করে প্রয়োগ করেছিলেন। মানুষে মানুষে যে বৈষম্য যুগযুগান্ত ধরে চলে আসছে, তিনি তার কার্যকারণ অনুসন্ধান ও রাজনৈতিক জ্ঞানকে সুগভীর ও তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করেছেন। উৎপল দত্তের থিয়েটারি কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল অকপট সারল্য ও সহজবোধ্য ভঙ্গি। এই অকপট সারল্য ও সহজবোধ্য ভঙ্গি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বাংলার থিয়েটারের প্রচলিত ঐতিহ্য অবগাহন করে এবং সেই প্রতিটি ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে তাকে সমকালের দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিকীকরণের মাধ্যমে। সমাজকে উৎপল দত্ত যুদ্ধক্ষেত্র বিবেচনা করেছেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার 'নাটক'। তিনি সদাসর্বদা বিশ্বাস করতেন গণমানুষের উপর ও গণমানুষের জন্য সৃষ্ট নাটকের উপর। তিনি এটাও মনে করতেন, এই গণমানুষের দ্বারা এবং গণমানুষের জন্য সৃষ্ট নাটকের দ্বারা এই সমাজ পরিবর্তন সম্ভব।

স্কুল জীবনে নাটকে অভিনয় দক্ষতার জন্য বিখ্যাত নাট্যাভিনেতা ও নাট্যপরিচালক জেফ্রি কেন্ডালের সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁর কাছ থেকে নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত সমস্ত কলাকৌশল, নাট্যপরিচালনা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে নাটকের প্রতি অদম্য আগ্রহ ও ভালোবাসার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের বিভিন্ন রচনাগুলোর সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় ঘটেছিল। শেকসপিয়র, ব্রেখট্, ওডেটস্, গোর্কি, বার্নাড শ প্রমুখ কিংবদন্তি নাট্যকারগণের রচনায় তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় রসদ ও শিল্প চেতনা খুঁজে পান এবং তাঁদের রচনাগুলি দেশ ও কালের চেতনায় সমন্বিত করে সামঞ্জস্য রেখে রূপান্তরিত করেন। তাঁর নাটকগুলি সমকালীন রাজনৈতিক চেতনাপ্রসূত। তিনি অতীত ও সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে অতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও অনুধাবন করেছেন। দেশ-কাল-সমাজে নিরন্তর ঘটে যাওয়া শাসক শ্রেণির দ্বারা অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার-শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। বাংলার থিয়েটারে উৎপল দত্তের মতো আর কোনও নাটককার-পরিচালক পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে এত মাথা ঘামাননি। সেই সঙ্গে একজন নাটককার-পরিচালককে নিয়ে বাংলার থিয়েটারে এত তর্কবির্তকের ঝড় কোনোদিনও ওঠেনি। উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী নাটককার যিনি সরাসরি শুধুমাত্র রাজনীতিকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নাটকের আঙ্গিক হিসেবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী

নাটককার যিনি বাংলা নাটকে মার্কসীয় চেতনার নাট্যরূপায়ণে বিশেষ সাফল্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে তাঁর দক্ষতা ও সাফল্য অনস্বীকার্য। উৎপল দত্ত সমস্ত জীবনব্যাপী মার্কসবাদী আদর্শ ও ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। সেই মার্কসবাদী ভাবধারা বিশ্বাস ও আদর্শকে সঙ্গী করে সমস্ত জীবনব্যাপী নাট্যসাধনায় ব্রতী ছিলেন। এই মার্কসবাদী ভাবধারা ও আদর্শকে সঙ্গী করেই সমাজের শোষিত-নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন সদাসর্বদা ও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার উৎপল দত্ত যিনি মার্কসবাদী ভাবধারা ও আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন ও মার্কসবাদকে তাঁর নাট্য পরিচালনা ও নাট্যকর্মের মধ্যে সযত্নে লালিত পালিত ও বহন করে গেছেন, তাঁর নাট্যকর্ম স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে। তাই ‘উৎপল দত্তের নাটক; নাট্যচিন্তা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনায় আমাদের আগ্রহী করেছে। বর্তমান গবেষণাকর্মটি সে বিশেষ ও সচেতন আগ্রহের পরিণত ফল। উৎপল দত্তের নাটকে রাজনৈতিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক সচেতনতা ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার রূপ পরিচিতি পেতে ও আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বর্তমান অভিসন্দর্ভটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজন করেছি।

প্রথম অধ্যায় : উৎপল দত্তের সমসাময়িক অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ভারত তথা বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলি, যা ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, যা সমাজ তথা রাষ্ট্র পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেইসব রাজনৈতিক বিশেষ ঘটনাবলি আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে যেহেতু উৎপল দত্ত একজন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট, তাই ভারতবর্ষে তথা বিশ্বের মার্কসবাদী আন্দোলনের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন আন্দোলন ও রূপরেখা, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। মার্কসবাদীর সান্নিধ্যে থেকে উৎপল দত্ত বিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্তের রচিত নাটকগুলির উল্লেখ ও চিহ্নায়নের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : উৎপল দত্তের জীবন, রাজনৈতিক দীক্ষা ও নাট্যকার সত্তা। এই অধ্যায়ে উৎপল দত্তের জন্ম বৃত্তান্ত, শৈশব, কৈশোর, বিদ্যায়তনিক জীবন, কলেজ জীবন, পাঠভ্যাস, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন আলোচিত হয়েছে। সংযুক্ত হয়েছে উৎপল দত্তের নাটকের প্রতি আগ্রহ থেকে অভিনয় শিক্ষা, গুরুলাভ থেকে একজন দক্ষ নাট্যকার ও পরিচালক হয়ে ওঠার কাহিনি। নিজস্ব

নাট্যদল সৃষ্টি থেকে শুরু করে লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ, নণনাট্য সংঘ ও পিপল্স্ লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ পর্বও আলোচিত হয়েছে। গণনাট্য সংঘে থাকাকালীন স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতা, লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ ও পিপল্স্ লিটল থিয়েটারের প্রযোজনা ও তার গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। সবমিলিয়ে উৎপল দত্তের একজন গুরুত্বপূর্ণ নাট্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠা, যা বিশ শতকের শেষপর্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত ছিল, তার গুরুত্বপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত এ অধ্যায়ে উন্মোচন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : উৎপল দত্তের নাটকের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা উৎপল দত্তের রচিত শতাধিক নাটকের মধ্যদিয়ে নির্বাচিত নাটকের বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নাটকগুলিতে নিহিত ও আলোচিত উৎপল দত্তের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক ভাবাবেগ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক অনুষঙ্গ প্রভৃতি উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়াস করেছি। এই অধ্যায়ে উৎপল দত্তের মোট দশটি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গের বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই নাটকগুলিই নির্বাচন করা হয়েছে যেগুলিতে উৎপল দত্তের সময়কার অর্থাৎ **১৯২৯** খ্রিস্টাব্দ থেকে **১৯৯৩** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও রাজনৈতিক বিভিন্ন অনুষঙ্গের সার্বিক প্রতিফলন হয়েছে। উৎপল দত্তের সমসময়ে (**১৯২৯-১৯৯৩** খ্রি.) যেসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিদ্রোহ, আন্দোলন, বাংলা তথা ভারতবর্ষ অথবা পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেছিল, যা নিয়ে সারা ভারতবর্ষসহ সারা পৃথিবী উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সেইসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে উৎপল দত্ত যে পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক রচনা করেছেন, সেই পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটকগুলি নিয়ে আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নাটকে নিহিত রাজনৈতিক ঘটনাবলিগুলো চিহ্নায়নের প্রচেষ্টাও হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : উৎপল দত্তের নাটক বঞ্চিত মানুষ ও রাজনৈতিক দর্শন। উৎপল দত্ত মার্কসবাদী আদর্শ ও ভাবধারায় বিশ্বাসী একজন নাট্যকার। তাঁর থিয়েটার ছিল শ্রমিক শ্রেণি তথা নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বিপ্লবী থিয়েটার। আলোচ্য অধ্যায়ে উৎপল দত্তের নাটকে নিহিত মার্কসবাদী ভাবধারা, আদর্শ উন্মোচনের প্রয়াস করা হয়েছে। সেই সঙ্গে 'মার্কসবাদ যেহেতু শ্রমিক শ্রেণির মতবাদ', তাই যখনই যেখানে শ্রমিক-কৃষক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণি দ্বারা শ্রমিক-কৃষক শ্রেণি অত্যাচারিত হয়েছে তখন তিনি শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির পাশে সদাসর্বদা দাঁড়িয়েছেন ও তাঁর লেখনী গর্জে উঠেছে কৃষক-শ্রমিকের সপক্ষে বুর্জোয়া শ্রেণির অত্যাচারের বিরুদ্ধে। মেহনতি মানুষের শ্রেণিসংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণিকে ও শোষিত, নিপীড়িত শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারাকে মার্কসবাদী আলোকে নাট্যাঙ্গনে নিয়ে আসার কৌশল উন্মোচিত হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায় : উৎপল দত্তের থিয়েটার ভাবনায় রাজনৈতিক চেতনা। একটি সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন 'আমি থিয়েটারের লোক'। তাঁর কর্মজীবনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, উজ্জ্বল হল তাঁর থিয়েটার জীবন— নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, নাট্যপ্রযোজক উৎপল দত্তের থিয়েটার জীবন। অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী নাট্য ও থিয়েটার চর্চায় তাঁর অভিনিবেশ ছিল রিভেলিউশানারী (বৈপ্লবিক থিয়েটারের অভিযাত্রায়)। মার্কসবাদী চিন্তাচেতনা, মার্কসবাদী আদর্শ ও মার্কসবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা মূলত তাঁর থিয়েটারের বিশেষ নিয়ন্ত্রক। নাটকের বিষয় অনুযায়ী আঙ্গিক নির্মাণ প্রচেষ্টা উৎপল দত্তের নাট্যদর্শনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তিনি নিজেই নাটক লিখেছেন, পরিচালনা করেছেন, অভিনয় করেছেন এবং মঞ্চ, সংগীত, আলোক, পোশাকসহ প্রযোজনসংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্বও পালন করেছেন সমান দক্ষতা ও নিবিষ্টতায়। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এদেশের গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে নতুন থিয়েটার গড়ে উঠেছিল তিনি তারই পথিকৃৎ। 'পাশ্চাত্য নাট্যভাবনায় পরিচালকের থিয়েটার' বলে যে বিশিষ্ট ভাবধারা বা প্রত্যক্ষের উদ্ভব হয়েছিল তা কার্যকর অর্থে বাংলা নাটকে উৎপল দত্তই লালন পালন করেছেন। উৎপল দত্তের থিয়েটার ছিল শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বৈপ্লবিক থিয়েটার। তাঁর থিয়েটার জীবনের সঙ্গে আপাদমস্তক জড়িয়ে ছিল রাজনৈতিক চেতনা। এবং সে রাজনীতি ছিল অবশ্যই মার্কসবাদী রাজনৈতিক ভাবনা ও আদর্শ। উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী থিয়েটারওয়ালা যিনি মার্কসীয় চেতনায় নাট্য রূপায়ণে বিশেষ সাফল্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান অধ্যায়ে উৎপল দত্তের থিয়েটারে মার্কসীয় চিন্তাচেতনা, মার্কসীয় আদর্শ ও মার্কসীয় ভাবধারার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ ও শেষ অধ্যায় উপসংহার। এই অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনাসূত্রে প্রাপ্ত রাজনৈতিক নাট্যকার উৎপল দত্তের নাটকে রাজনৈতিক বিশিষ্টতা ও নাট্যপরিচালক, নাট্য প্রযোজক উৎপল দত্তের থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত। নট, নাটককার, নাট্যপরিচালক, নাট্য প্রযোজক উৎপল দত্তের বিশিষ্টতা ও স্বতন্ত্রসূচকসমূহের সমন্বয়সার তৈরি করা হয়েছে।